SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtala Street, Calcutta-13

খাদ্য, বোনাস ও বেকারীভাতার দাবীতে দিকে দিকে সংগ্রামের প্রস্তুতি

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ
সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৫ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৬০ [চার'পয়সা

কংগ্রেসী রাজত্ব ভারতীয় জনতার ভাগ্যে দারিদ্রের দুঃসহ বোঝা ও গ্লানির করুণ অধ্যায়ই শুধু রচনা করিয়া চলিয়াছে। একের পর এক সংকটের অসহনীয় বোঝা জনজীবনে নামিয়া আসিতেছে। নিঃস্ব জনতা বার বার প্রতিবাদ জানাইতেছে, দারিদ্র্যের ও নিষ্পেষণের নিদারুণ চাপ হইতে মুক্তির সন্ধানে উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। জনতার অসন্তোষ মাঝে মাঝেই প্রকাশ পাইতেছে আন্দোলনের পথে—মালিক শ্রেণী ও কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে বাঁচার সংগ্রামে।

এই ভাবেই দেশের বিভিন্ন কোণে আবার জনতার বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার জুলাই মাসের সংগ্রামের প্রায় সাথে সাথেই সুরু হইয়াছে বার্ণপুরের লৌহ ও ইস্পাত শ্রমিকদের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম। বার্ণপুর শ্রমিকদের এই কঠোর সংগ্রাম দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমঃশই ব্যাপক ও বিরাট আকার ধারণ করিতেছে—ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তেই প্রায় ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া পূজা বোনাসের দাবীও আবার নূতন করিয়া এ বৎসর দেখা দিয়াছে বিভিন্ন শিল্প ও কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীর মধ্যে। এই সব সমস্যার উপরেও আছে সর্বাত্মক সমস্যা—দেশের ব্যাপক খাদ্য সমস্যা। ভারতবর্ষের মত কৃষি প্রধান দেশে, যেখানে জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ আজও জমির সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, সেখানে আজ খাদ্য-সংকট পুরাতন ব্যাধির মত দেশের বুকে শিকড় গাড়িয়াছে।

এই সমস্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়াই আজ দেশের জনসাধারণের মনে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু অসন্তোষই নয়—চাপা বিক্ষোভ আজ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে; দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছে প্রতিবাদের বলিষ্ঠ আওয়াজ, মুখরিত হইতেছে সংঘর্ষের দৃপ্ত পদধ্বনি।

ভারতের অন্যতম লৌহ—ইস্পাত কেন্দ্র বার্ণপুরের ১৪ হাজার শ্রমিকের দীর্ঘ সংগ্রাম সেই সংঘর্ষেরই বাস্তব ছবি। নিজেদের মত অনুযায়ী ও সাধারণের আস্থাভাজন প্রতিনিধি স্থানীয় ইউনিয়ন গড়ার দাবীতে ও ছাটাই শ্রমিকের পুনর্বহাল এবং বোনাসের দাবীতে বার্ণপুরের বীর শ্রমিক সংগ্রাম সুরু করিয়াছে। দীর্ঘ ৮ মাস যাবৎ 'ধীরে কাজ করার' কৌশলে লড়াই চালাইয়া অবশেষে মালিক ও সরকারের চূড়ান্ত স্বৈরাচারী নীতির সম্মুখীন হইয়া বার্ণপুরের শ্রমিক বাধ্য হইয়াই সাধারণ ধর্মঘটের পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। দেশী-বিদেশী পুঁজির গাটছড়ার কেন্দ্র, এক-চেটিয়া মার্টিন কোম্পানী ও স্যার বীরেন এর মত ঝানু প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতির পাহারাদার হিসাবে নেহেরু সরকার আগাইয়া আসিবে না ত কে আসিবে? ইহার উপর এই কোম্পানীতেই হালে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের নামে আসিয়াছে মোটা অঙ্কের মার্কিন পুঁজি। সুতরাং অতি কঠিন স্থানে ঘা পড়িয়াছে—নেহেরু সরকার হিংস্র রূপ ধারণ করিয়াছে। দাবী মেটানো দূরের প্রশ্ন—ব্যাপক দমননীতি চালাইয়া, নিরস্ত্র শ্রমিক শোভাযাত্রার উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করিয়া ৭ জন সাধারণ শ্রমিক হত্যা করিয়া, ধরপাকড় ও গ্রেপ্তারের হিড়িকে সমগ্র আসানসোল অঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছে নেহেরু সরকার। কিন্তু সংগ্রামী শ্রমিকের মনোবল ভাঙ্গিতে পারে নাই কংগ্রেসী সরকার ও তার ভাড়াটিয়া পুলিশ। কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য 'লক আউট' করা হইয়াছে এবং সমস্ত কারখানা অঞ্চল 'প্রটেকটেড্ এরিয়া' ঘোষণা করা হইয়াছে। সপরিবারে ১৪ হাজার শ্রমিককে পিষিয়া মারিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠির প্রতিনিধি মার্টিন—বীরেন কোম্পানী ও তাদের তল্পীবাহক নেহেরু সরকার। কিন্তু তবু সংগ্রামের কঠোর পণে অটুট আছে লৌহ ইস্পাতের শ্রমিকেরা—শহীদের রক্তস্নান তারা ভোলে নাই, বাঁচার পথকে তাহারা ত্যাগ করে নাই।

দেশজোড়া ছাঁটাই ও বেকারী

এমনি সংগ্রামের ধ্বনি উঠিতেছে বেকারীর বিরুদ্ধে—ছাটাই প্রতিরোধের জন্য। ভারতবর্ষের শ্রমিক কর্ম্মচারী অনেকবার ছাঁটাই হইয়াছে, বেকারীর তীব্র জ্বালা বহুবার সহিয়াছে। চা-বাগিচার লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছে, ৫০ হাজার বেকার হইয়াছে বাংলার চটকলে, বিহারের লাক্ষা শিল্প ও অভ্র শিল্প প্রায় অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে—

(২ পাতায় দেখুন)

তেভাগার দাবীতে—

জয়নগর ও মথুরাপুর থানার ভাগচাষী সংগ্রামের প্রথম পর্য্যায়ে জয়লাভ

(ষ্টাফ রিপোর্টার—জয়নগর-মজিলপুর)

ভাগচাষীদের কাছ থেকে ব্যাপক ভাবে বেআইনী কবুলতি আদায়কে কেন্দ্র করে সুন্দরবন ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ কৃষক ও ভাগচাষীদের উপর জমিদার জোতদার শ্রেণীর হামলা ও ষড়যন্ত্র এক কুৎসিৎ রূপ পরিগ্রহ করে সুরু হ'য়েছে, এবং তার সাথে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী দেখা দিয়েছে নগ্ন পুলিশী সন্ত্রাস। কিন্তু বহু সংগ্রাম ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও অটুট ঐক্যবলে বলীয়ান জয়নগর ও মথুরাপুর অঞ্চলের চাষী, ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষী; ক্ষেতমজুর ফেডারেশন ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব ও কর্মপন্থা তাদের মধ্যে যে সংগ্রামী বলিষ্ঠতা ও লৌহ দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলেছে তাকে হাতিয়ার করে তারা আজ কষে দাঁড়িয়েছে প্রতিক্রিয়ার এই সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং দেশের জংগী কৃষক আন্দোলনে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে চলেছে ২৪ পরগণার ভাগচাষী।

পশ্চিমবংগ বর্গাদার আইন ও তার সংশোধনে (amendment) ভাগচাষী কৃষকদের অনুকূলে যতটুকু সুবিধা হয়েছে তা জমিদার জোতদার গোষ্ঠির কুনজরে পড়েছে এবং আইনের যে অংশটুকু তাদের নগ্ন জুলুমের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তার সুষ্ঠু প্রয়োগ ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে এই জমির মালিকেরা যে চক্রান্ত করছে তাতে বর্গাদারদের চাষবাসের বন্দোবস্ত ও অধিকার বানচাল ও তাদের জীবিকার্জনের পথও রুদ্ধ হবেই; খাদ্যাভাব প্রপীড়িত বাংলাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে খাদ্যোৎপাদনও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

বর্গাদার চাষীগণকে চাষের জমির জন্য ত বটেই, চাষের কাজে আর্থিক ঋণ প্রভৃতির জন্যও জমিদারদের মুখাপেক্ষী হতে হয় এবং তার সুযোগ নিয়ে এই জমির মালিকেরা এখন শোষণ করতে যে কোন অপকৌশল গ্রহণ করতে পেছ' পা হচ্ছে না। জমির মালিক ও ভাগচাষীর মধ্যে কোন গোলযোগ বিচার করার জন্য সার্কল অফিসার ও সরকারের মনোনীত আরো অন্যান্য ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত "ভাগচাষ বোর্ড" আছে। কিন্তু চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার ও তাদের সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবার জন্য জমিদার জোতদারেরা

(৪ পাতায় দেখুন)

বিপ্লবী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তুলুন

(১ম পাতার পর)

ইঞ্জিনিয়ারিং, সুতাকল, বিড়ি শিল্প, কয়লা-খনি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে কংগ্রেসী রাজত্বে হাজারে হাজারে শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছে। হিসাবে দেখা যায় যে শুধুমাত্র গত এক বছরের মধ্যেই কংগ্রেসী রাজত্বে গোটা দেশে ৫০ লক্ষের মত শ্রমিক কর্ম্মচারী বেকার হইয়াছে। এই ব্যাপক হারে ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধেই সংঘবদ্ধ হইতেছে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী। বেকার ভাতা ও ছাঁটাই বন্ধের দাবীতে দিকে দিকে শ্রমিকশ্রেণী সম্মিলিত হইতেছে—সভা ও মিছিলে এই দাবীই প্রকাশ পাইতেছে। বেকারীর অসহ্য জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রমিকেরা যখন সংগ্রামের পথ বিবেচনা করিতেছে কংগ্রেসী সরকার সেই মুহূর্তে পার্লামেণ্টের নিরাপদ আশ্রয়ে বসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা ও পাহাড় প্রমাণ ফাইল তৈরী করিতেছে সত্যিকারের বেকার শ্রমিকের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য। নেহেরু সরকার দয়া করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে বেকার সমস্যা যে গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বর্তমানে তাঁহারা বুঝিয়াছেন এবং সমস্যাকে স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাহারা বোধ হয় এখনও 'এক্সপার্টদের' গবেষণার রিপোর্ট পান নাই।

বোনাসের দাবীতে শ্রমিক কর্ম্মচারী দৃপ্ত পদক্ষেপ

এই ব্যাপক ছাঁটাই ও বেকারীর পট-ভূমিকাতেই উঠিয়াছে বোনাসের প্রশ্ন। বিভিন্ন কারখানা ও শিল্পের শ্রমিক দীর্ঘ লড়াইএর ফলে পাইয়াছে বোনাসের অধিকার। প্রফিট বোনাস, এটেনড্যান্স বোনাস, প্রডাকসান বোনাস প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আমাদের দেশের সাধারণ শ্রমিক গত কয়েক বছর ধরিয়া বোনাস আদায় করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে দুর্গাপূজা অন্যতম প্রধান সামাজিক উৎসব; তাই এই সময়ে প্রতি বছরই শ্রমিকেরা পূজা বোনাস আদায় করিয়াছে। কিন্তু এ বছরে মালিক শ্রেণী টালবাহানা সুরু করিয়া দিয়াছে। কালকাতায় বিলাতী ট্রাম কোম্পানী ৮ হাজার ট্রাম শ্রমিককে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য 'কাষ্টমারী বোনাস' হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছে ট্রাম শ্রমিক। সভা করিয়া—ট্রাম কোম্পানীর সদর দপ্তর ঘেরাও করিয়া সংঘবদ্ধ ভাবে বোনাসের দাবী জানাইয়াছে ট্রাম শ্রমিক এবং তারা এ সিদ্ধান্তও লইয়াছে যে পূজার পূর্ব্বেই বোনাস দিতে কোম্পানী স্বীকৃত না হইলে অক্টোবর হইতেই ট্রাম ধর্মঘট সুরু হইবে। কলিকাতার বৃহৎ বিজলী প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী—সেখানকার শ্রমিকেরাও তাদের সদর দপ্তর ঘেরাও করিয়া বোনাসের দাবী জানাইয়াছে।

চটকলের হাজার হাজার শ্রমিক, ইঞ্জি-নীয়ারিং কারখানার শ্রমিক সম্মিলিত ভাবে বোনাসের দাবীতে কণ্ঠ মিলাইয়াছে। সর্ব্বত্রই শ্রমিকেরা সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ করিয়াছে; সভা, শোভাযাত্রা ও অফিস দপ্তর ঘেরাও প্রভৃতি সেই সংগ্রামেরই পূর্ব্বাভাস। শুধু শ্রমিকই নয়, মধ্যবিত্ত কর্মচারীও আজ বসিয়া নাই। সাম্রাজ্য-বাদের প্রচার ঘাঁটি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা, সেখানকার কর্মচারীও আওয়াজ তুলিয়াছে। বোনাসের দাবীতে মহানগরীর রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া ষ্টেটসম্যান কর্মচারী সেই সংগ্রামেরই মহড়া দিয়াছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্মচারী বোনাসের দাবীতে শ্রম-কমিশনারের দপ্তর ঘেরাও করিয়াছে। এইভাবে বোনাসের দাবীতে ও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অগ্রসর হইতেছে ব্যাপক সংগ্রামের দিকে।

জমিদার ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে চাষী

শুধু শ্রমিক কর্মচারিই আজ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা নয়—গ্রামা-ঞ্চলের চাষীও আজ সচেতন হইয়াছে—সংঘবদ্ধ হইতেছে। চির নিষ্পেষিত ভারত-বর্ষের কৃষক সমাজ জমি হইতে বঞ্চিত দুমুঠো ফসলের অধিকার নাই ভারতের ফসল উৎপাদনকারীদের। দারিদ্র্যের বোঝায় তাহাদের পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে, ঋণের দায়ে মহাজন সুদখোরের কাছে মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রি হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর কংগ্রেসী সরকারের জমিদার তোষণ ও দেউলিয়া খাদ্যনীতি দেশকে চির দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। বছর ঘুরিয়া ব্যাপক অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে বিভিন্ন জেলায় জেলায়। প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষক পরিবার জমিচ্যুত হইয়া, অনাহারে জর্জ্জরিত অবস্থায় সহরে ভীড় জমাইতেছে, বিরাট বেকারবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করি-তেছে। তাই কৃষক সমাজেও আজ আলোড়ন দেখা দিয়াছে। বাংলার অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষের কালোছায়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধেই খাদ্যের দাবীতে জমায়েত হইতেছে বাংলার কৃষক। ২৪ পরগণা জেলার বারাসতে, ডায়মণ্ড-হারবারে, সন্দেশখালিতে ও জয়নগরে কৃষকের ভুখা মিছিল বাহির হইয়াছে। বীরভূমের কৃষক মিছিল করিয়া সদরের এস-ডি-ওকে ঘেরাও করিয়াছে বোলপুরে। তমলুকে কয়েকহাজার নিরন্ন চাষী ও গ্রামবাসী ঘিরিয়াছে সেখানকার এস-ডি-ওকে। জলপাইগুড়িতেও এমনি ভাবেই ভুখমিছিল করিয়াছে সেখানকার কৃষকেরা। দিকে দিকে দুর্ভিক্ষের করালছায়া আর তাহার বিরুদ্ধে চলিয়াছে হাজারে হাজারে নিরন্নের খাদ্যের দাবীতে মিছিল। গত বৎসরও হইয়াছিল কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সংগ্রাম—এবারেও সুরু হইয়াছে তাহার প্রস্তুতি।

২৪ পরগণার জয়নগর, মথুরাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকেরা জমিদার কর্ত্তৃক জোর করিয়া কবুলতি লিখিয়া লইবার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই ধরণের গ্রামাঞ্চলেও কংগ্রেসী সরকার দমননীতি চালাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, কংগ্রেসী পুলিশ ৫০ জন বীর সংগ্রামী কৃষককে বন্দী করিয়াছে।

শুধু কৃষক ও শ্রমিকদের এই বিক্ষোভই নয়। বর্তমান সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চারুকলার—এককথায় সভ্যতার আলোক বর্তিকার মূল বাহন যে মধ্যবিত্ত শিক্ষক-অধ্যাপক, ছাত্র ও শিল্পী সমাজ, তাঁহাদের মধ্যেও জ্বলিয়া উঠিয়াছে অসন্তোষের আগুন। অর্থনৈতিক সংকটের চাপ ইহাদের জীবনের বিকাশ সংকুচিত করিয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষক-অধ্যাপকের আয় আজ প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য; উচ্চ-শিক্ষিত এই শিক্ষক শ্রেণী যারা শিক্ষার কাঠামোর মূল স্তম্ভ তাহাদের পেটেও আগুন জ্বলিতেছে! তাই ৭০ বছরের বৃদ্ধ শিক্ষককেও দেখা যায় বাধ্য হইয়াই আইন-পরিষদের সম্মুখে শোভাযাত্রা করিয়া মাহিনা বৃদ্ধির দাবী করিতে। যুক্ত প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষক ৩ মাস ধরিয়া ধর্মঘট করিয়াছে—বাংলার শিক্ষক সমিতি মাহিনা বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত লইয়াছে—কংগ্রেসী রাজত্বে ইহাও সম্ভব হইয়াছে। স্কুল কলেজের মাহিনা বৃদ্ধির প্রস্তাব ও পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলিকাতার ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ জানাইতেছে।

ইহাই কংগ্রেস-শাসিত ভারতবর্ষের বাস্তব রূপ। সমস্ত দেশ জুড়িয়া নাঙ্গা, ভুখা দেশবাসীর আর্ত চিৎকার উঠিয়াছে—সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যেই অভাব অনটন আর অসন্তোষ বিক্ষোভ বিরাট রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেকেরই এক আওয়াজ অন্ন চাই, চাকুরী চাই, বাঁচিবার মত মজুরী চাই।

সংগ্রামের পথ ছাড়া গতি নাই

এই সমস্যার সমাধান কোথায়, কিভাবে ইহাই আজ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। বাঁচিবার উপায় কি? সমস্যার ঘূর্ণাবর্ত হইতে বাহির হইবার পথ কি—এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরই আমাদের দেশবাসীর ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। বিগত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, যে দাবীগুলি আজ শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্তের মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহার একটিরও সুষ্ঠু সমাধান—কংগ্রেসী সরকার সহজ সরল পথে করিবে না। জনগণের স্বার্থে, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সত্যিকার ভাল কোন কিছু করিবার কথা কংগ্রেসী রাজত্বে চিন্তা করা বাতুলতা। কায়েমী স্বার্থের প্রতি-নিধি, মালিক-পুঁজিপতী ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষক এই সরকার মুনাফাখোরীর স্বার্থকেই নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মত রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় জনতার দাবী মিটাইতে নেহেরু সরকার নারাজ। তাই একথা দিবালোকের মত স্বচ্ছ যে বার্ণপুর শ্রমিকের দাবী, ছাঁটাই বন্ধ, বেকারী ভাতার দাবী কিংবা বোনাসের দাবীই হোক আর খাদ্য সমস্যার সমাধানই হোক, কোন সমস্যার সমাধানই কংগ্রেসী সরকার স্বেচ্ছায় করিবে না, করিতে চাইবে না। আন্দোলনই একমাত্র পথ—সংগ্রাম ব্যাতিরেকে দাবী আদায়ের অন্য কোন পথ খোলা নাই। নেহেরুর অহিংস সরকার সমগ্র দেশকেই আজ বাস্তবভাবে সংগ্রামের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

সংগ্রামের বাস্তব ভিত্তিও আজ প্রস্তুত। শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায়ই এই সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই দেশের কোণায় কোণায় শোনা যাইতেছে সংগ্রামের পদধ্বনি। যে প্রস্তুতি আজ সুরু হইয়াছে তাহা দেশব্যাপী এক সর্বাত্মক সংগ্রামের সম্ভাবনার ইঙ্গিত করিতেছে।

তাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে ব্যাপক সংগঠন। সংঘবদ্ধতা ও সংগঠন, ঐক্য ও দৃঢ় চেতনা ইহাই সংগ্রামী মুহূর্তের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। বলিষ্ঠ সংগঠন, ইস্পাত কঠিন ঐক্য, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও রণকৌশল এবং সর্বোপরি সংগ্রামী নেতৃত্ব—যে কোন গণ-সংগ্রামের সফলতার ইহাই প্রধান গ্যারান্টি

(৩য় পাতায় দেখুন)

বার্ণপুরের লৌহ-ইস্পাত শ্রমিকের ঐতিহাসিক সংগ্রাম

মার্টিন-বীরেন গোষ্ঠী ও নেহরু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ব্যর্থ করুন

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে বর্তমানে বার্ণপুর শ্রমিকদের সংগ্রাম প্রধানতমদের অন্যতম। অধুনা বার্ণপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মালিক ও সরকারী কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্য ও চণ্ডনীতির ফলে সমস্যা ক্রমশঃ জটীল হইতে জটীলতর হইয়া উঠিয়াছে; ইহাতে এত বৃহৎ এবং প্রয়োজনীয় জাতীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। একটু বিশদ-ভাবে আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে এই অচলাবস্থার জন্য এক দিকে মালিক অন্যদিকে সরকারই মূলতঃ দায়ী।

প্রকৃতপক্ষে গত জানুয়ারী মাস হইতেই এই শ্রমিক বিরোধের সূত্রপাত হয়। IISCO কারখানার "শীট মিলের" শ্রমিকগণ প্রোডাকশন বোনাসের ন্যায্য দাবী উত্থাপিত করিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। কোম্পানীর এই অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদে সমস্ত শ্রমিক "ধীরে চল" বা go slow নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ লইয়া লড়াই করিবার প্রধান বাধা হিসাবে দেখা দেয় কোম্পানী কর্তৃক স্বীকৃত I.N.T.U.C-র অধীনস্থ ইউনিয়নের মাইকেল জনের শ্রমিক বিরোধী নেতৃত্ব। যখন কারখানার শ্রমিকগণ মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রোডাকশন বোনাস ইত্যাদির দাবীতে লড়াই-এর জন্য সংঘবদ্ধ হয় তখন ইউ-নিয়নের "জন-বর্মার" প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এই সমস্ত দাবীতে কর্ণপাত করে না এবং প্রকৃতপক্ষে মালিকের স্বার্থে সমস্ত শ্রমিক স্বার্থকে বিসর্জন দেয়।

এ অবস্থায় সাধারণ শ্রমিকগণ তাহাদের আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরি-চালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অংশ হইতে ৬ জন শ্রমিক প্রতিনিধি লইয়া একটি 'এ্যাকশন্ কমিটি' গঠন করে। প্রথমে এই কমিটি শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া লইয়া মালিকের নিকট উপস্থিত হইলে মালিক পক্ষ হইতে সাফ জবাব দেওয়া হয় যে, মাইকেল জনের ইউনিয়ানের মারফৎ না আসিলে তাহারা কোন দাবী-দাওয়া বা অভাব-অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করিবেন না। এ্যাকশন্ কমিটি এ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশনের মারফৎ বহু আলাপ-আলোচনা করে কিন্তু তাহাতে সমস্যার বিন্দুমাত্র সুরাহা হয় না। শ্রমিকদের উপর এই 'এ্যাকশন কমিটি'র প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কোম্পানীর মালিক এই ৬ জন সদস্যকেই বরখাস্ত করে। ইহার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিকদের ভিতর বিশেষ অসন্তোষ দেখা দেয়। ইহাকে ভিত্তি করিয়া গত এপ্রিল মাসে সভা-শোভাযাত্রা, নমুনা ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে এই প্রতিবাদ মূর্ত্ত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রথম অধ্যায়ের প্রোডাকশন বোনাসের দাবী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনর্বহাল এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বমূলক জঙ্গী কমিটিকে স্বীকারের দাবীর সহিত যুক্ত হইল।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে আসানসোলের শ্রমিক আন্দোলনকে পিষিয়া মারিবার জন্য বেপরোয়া গুলী চালনার ফলে ৭জন নিরীহ শ্রমিককে হত্যা করিলে বার্ণপুরের শ্রমিকরা নূতন করিয়া আন্দোলনের পথে পা বাড়ায় এবং সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া প্রথমতঃ মালিক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারখানা লক-আউট" ঘোষণা করে, অন্যদিকে সরকারী পুলিশ সমস্ত বার্ণপুর সহরে এক ভয়াবহ ত্রাসের সঞ্চার করে। শুধুমাত্র লাঠি গুলীতেই পুলিশ ক্ষান্ত হয় নাই, সমস্ত বার্ণপুর এলাকাকে "সুরক্ষিত এলাকা" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত বৎসর ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিকল্পে আন্তর্জাতিক ব্যাংক হইতে ঋণ আনা হইয়াছিল; সেক্ষেত্রে কিছুদিন যাইতে না যাইতেই মালিকের একগুঁয়েমী বজায় বা হীন স্বার্থ রক্ষার্থে এইভাবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারখানা "লক-আউট" করা বিশেষভাবে নিন্দনীয়। শুধু তাহাই নহে— 'এসেনসিয়াল' কাজে উৎপাদনের স্বার্থে বিনা নোটিশে ধর্মঘট করা বে-আইনী হইলে এই ধরণের ইচ্ছা খুসীমত "লক-আউট" ঘোষণা করাও বে-আইনী হইতে বাধ্য।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের অন্যতম বৃহৎ কারখানার ১৪ হাজার শ্রমিকের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইতেছে। কিন্তু এই ধরণের একটি জাতীয় সমস্যাকে সমাধানের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ যোগ্য গুরুত্ব আইন করে নাই তাহাই নহে; ভারতীয় পার্লামেণ্টে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা হইতে সরকারী নীতির অসারতা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। মূল সমস্যার প্রতি দৃকপাত না করিয়া শুধুমাত্র শ্রমিকদের ঘাড়ের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা নিশ্চয়ই দায়িত্বশীলতার পরিচয় নহে।

এপ্রসঙ্গে আমরা বার্ণপুর শ্রমিকদের জঙ্গী আন্দোলনকে অভিনন্দন জানাইতেছি। একদিকে সরকার ও মালিকপক্ষ অন্যদিকে দালাল ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাহারা যে দৃঢ় মনোবলের সহিত সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দাবীদাওয়া পূরণ হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। এবং এই আন্দোলনের সাথে সাথে নিজেদের কোম্পানীর দিকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে যাহাতে দালাল ইউনিয়ন শ্রমিকদের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। সাথে সাথে মনে রাখা দরকার যে বর্ত্তমান অবস্থায় এই সুমস্ত আন্দোলনকে আলাদা আলাদা বা খণ্ড আন্দোলন হিসাবে পরিচালনা করিলে এই ধরণের আন্দোলনকে ব্যাপকতর পর্য্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত আন্দোলন কয়েকটি আশু দাবীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখানেই তাহার সীমারেখা টানিয়া দিয়া এই আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক স্তর হইতে বৃহত্তর সংগ্রামের পটভূমিকাতে ঠেলিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং শ্রমিকদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আবেদন এই যে তাঁহারা যেন দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহিত তাহাদের আন্দোলনকে যুক্ত করেন এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সহায়তায় তাহাদের আন্দোলনকে আরো ব্যাপকভাবে পরিচালনা করিয়া বিজয়ের পথকে প্রশস্ত করেন। সমস্ত প্রকার নিয়মতান্ত্রিক নেতৃত্বের মুখোসখুলিয়া দিতে পারিলে এই জঙ্গী আন্দোলন অদূর ভবিষ্যতে সফল হইতে বাধ্য।

(২ পাতার পর)

বার্ণপুরের জঙ্গী শ্রমিক, চটকল ইঞ্জি-নিয়ারিং ও ট্রাম মজদুর, বাংলার ভুখা চাষী এবং মধ্যবিত্ত ছাত্র শিক্ষক সম্প্রদায় প্রত্যেকের কাছেই আজ এক ঘোষণা— সংগঠন গড়ুন—জমায়েত হউন সম্মিলিত মোর্চায়, আর সংগ্রাম পরিচালনার যোগ্য নেতৃত্ব সংগ্রামের কঠিন কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া গ্রহণ করুন। নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের সমস্বার্থের ও স্তরের মানুষের স্থানীয় সংগঠন গঠন করুন, প্রত্যেকটি সক্ষম মানুষকে সংগঠনের সক্রিয় কাজে টানিয়া আনুন। মালিক শ্রেণী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাড়াটিয়া দালালদের প্রত্যেকটি হীন ষড়-যন্ত্রকে বানচাল করুন, সরকারী হামলার প্রতিরোধ করুন।

নেতৃত্বকে যাচাই করে নিতে হবে

সংগ্রামের সফলতা নির্ভর করিতেছে নেতৃত্বের উপর—নীতির সঠিকতার উপর। অতীত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়াছে যে অনেক সম্ভাবনাময় সংগ্রাম, বিপুল গণ-সমর্থন থাকা সত্বেও ব্যর্থ হইয়াছে শুধুমাত্র নেতৃত্বের পরিচালন-নীতির পঙ্গুতার জন্য।

এই সমস্যা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে বিভিন্ন বামপন্থী দল ও তথাকথিত কংগ্রেস বিরোধী শক্তির বিভিন্ন ভূমিকার জন্য। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মধ্যে যেন অত্যন্ত ক্ষতিকর ধারা (Trend) ও চিন্তা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে। একদল নিজেদের বিপ্লবী বলিয়া পরিচয় দিয়া, শ্রমিক শ্রেণীর দল বলিয়া নিজেকে জাহির করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত ক্ষতি করিতেছেন— পার্লামেণ্টারীয় সংস্কারবাদী আন্দোলনের মোহ সৃষ্টি করিয়া জনগণের বিপ্লবী চেতনা উন্মেষের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। ইহারা নিজেরা পার্লামেণ্টারী রাজনীতির মোহজালে আবদ্ধ হইয়া জনসাধারনকে বারম্বার বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে নির্ব্বাচনের মাধ্যমেই বর্ত্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া নূতন সরকার গঠন করা সম্ভব এবং তাহা হইলেই জনতার দাবী পূরণ করা সম্ভব হইবে। যখন জঙ্গী জনসংগঠন গড়া একান্ত প্রয়োজন—সংগ্রামী জনতাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর অসারতা সম্পর্কে মোহমুক্ত করিয়া বিপ্লবের অপরিহার্য্যতা সম্পর্কে সচেতন করা অবশ্য কর্ত্তব্য সেই সময়ে আমাদের দেশের কমুনিষ্ট পার্টি বুর্জোয়া কায়দায় নূতন নির্বাচন ও নূতন মন্ত্রীসভার মিথ্যা মোহের বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই নীতিতে পরিচালিত হইবার ফলেই গত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের সময়ে দেখা গিয়াছে যে উক্ত দল উপযুক্ত মুহূর্ত্তে সংগ্রাম পরিহার করিয়া আপোষের পথে ঝুকিয়াছে—সংগ্রামের মাধ্যমে দাবী পূরণ করিবার চেষ্টা না করিয়া আপোষের চোরাগলিতে গন-আন্দোলন বিপথগামী করিয়াছে। গত জুলাই মাসের ট্রাম-আন্দোলনের সময়ে যখন কলিকাতায় সাধারণ মানুষ রাজপথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করিয়া কংগ্রেস সরকারের হিংস্র আক্রমনের প্রতিরোধ করিতেছিল তখন এই দলই নির্ব্বাচনের আওয়াজ তুলিয়াছিল। তাই এই সংস্কারবাদী সংগ্রাম বিমুখ তথাকথিত শ্রমিক শ্রেণীর দল হইতে শ্রমিক শ্রেণীকে সবচেয়ে বেশি হুসিয়ার থাকিতে হইবে। পুঁজিপতী শ্রেণীর নগ্নভাবে দালালী করে যে দল, বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মত প্রকাশ করে যে দল তাকে শ্রমিক শ্রেণী সহজেই চিনিয়া লয়—তাহার দ্বারা প্রবাঞ্চিত হইবার আশঙ্কা থাকে কম। কিন্তু মুখে সংগ্রামের কথা আর কার্য্যত সংস্কারবাদ এই ধরণের দলের হাতেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ লাঞ্চিত হয় বেশি। দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিয়াছে।

> এই উপরোক্ত সংস্কারবাদী ভাবাধারা ছাড়া আর একটি বিপ্লববিরোধী উগ্র ধারাও কোন কোন বামপন্থী দলের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। জন-সাধারণের বিক্ষোভকে সচেতনও সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ হিসেবে রূপ না দিয়াই তাহারা বড় বড় বৈপ্লবিক সংগ্রামের বুলি আওড়াইতেছেন। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে সেই ধরণের কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শক্তিও তাহাদের নাই।

সুতরাং এই সমস্ত সর্বাত্মক সমস্যার ঘূর্ণিপাক হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আন্দোলনে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা একান্ত কর্ত্তব্য। আজ প্রতিটি গন আন্দোলনের ক্ষেত্রেই মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে শুধুমাত্র আন্দোলনের আশু দাবীর ভিতর আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবেনা— আজ প্রতিটি গন আন্দোলনকে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে হইবে। সুতরাং জনসাধারণের নিকট সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের আজ পরিস্কার আবেদন এই যে, আন্দোলনের সংস্কারবাদী চাকচিক্য ও মোহ হইতে দূরে থাকিয়া এই সমস্ত আন্দোলনকে সফল পরিণতিতে প্রবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে সত্যিকারের বিপ্লবী নেতৃত্বকে যাচাই করুন এবং তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সমস্ত আন্দোলনে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করিয়া বৃহত্তর গণসংগ্রামের পথে অগ্রসর হউন।

তেভাগার দাবীতে ভাগচাষীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম

(১ম পাতার শেষাংশ)

জন্য এক জোট হয়ে গোড়াতেই আইনের পথ পরিহার করেছে। তারা দলবদ্ধ ভাবে ভাগচাষীদের কাছ থেকে জোর করে কবুলতি স্বাক্ষর করিয়ে নিতে থাকে। ফসলের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য। এই স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে জয়নগর ও মথুরাপুর থানার সমগ্র ভাগচাষী কঠিন সংকল্প নেয় এই নির্লজ্জ জুলুম তারা বরদাস্ত করবে না, জমির মালিকের খামখেয়াল মত তাদের জমি থেকেও চাষের ন্যায় সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র তারা রোধ করবেই। এই সংকল্প অনুযায়ী তারা সাদা কাগজে টিপসই করতে অস্বীকার করে। ফলে জমিদারেরা তাদের বলপূর্ব্বক জমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে ও জমি চাষ করা বন্ধ করে। প্রত্যুত্তরে ভাগচাষীগণও সংকল্প নেয় তারা জমি থেকে উৎখাত হবে না, জমিদারের এই অন্যায় মতলব কার্য্যকরী হ'তে তারা দেবে না, জমি চাষ তারা করবেই। সমগ্র চাষী সমাজ এই প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে চাষের জন্য জমি দখল আন্দোলন সুরু করে। "লাঙল যার জমি তার" ঘোষণা জানিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে চাষের জমি অধিকার ও চাষ করার আন্দোলন ভাগচাষীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঙ্গে অভিনন্দিত হয় এবং ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের ডাকে তা দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করে সমগ্র এলাকায় ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে! এই জমি দখল আন্দোলনের সাফল্যে জমিদার জোতদার ও অনুরূপ অন্যান্য মহল আতঙ্কিত হয়ে ও তাদের চক্রান্ত বানচাল হওয়াতে ক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রতিহিংসা নেবার জন্য নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। তারা অসংখ্য ভাড়াটে গুণ্ডা লেলিয়ে দিল এই কৃষকদের ওপর এবং আক্রমণ সুরু করল গুড়গুড়ে ইউনিয়নের অন্তর্গত বিনোদপুর এলাকায়, যেখানে দলে দলে শান্তিপ্রিয় ভাগচাষী আবাদের জন্য ২৫০ বিঘারও বেশী জমি দখল করে চাষ আরম্ভ করেছিল। জমিদারের হাতে সঞ্চিত এই বিরাট পরিমাণ ভূমি অধিকার করে কৃষিকার্য করছিল চাষী সমাজ। জমিদারের ভাড়াটে গুণ্ডার দল আক্রমণ করে তাদের এবং প্রবল মারপিট, অত্যাচার ও অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টি করে সমগ্র এলাকায় এক রণক্ষেত্রে পরিণত করে তোলে। তখন থেকেই তাদের সন্ত্রাসনীতি চারদিক ছড়িয়ে পড়তে থাকে ও অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলে।

তারপর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হয় কংগ্রেসী পুলিশ। তারা জমিদারদের গুণ্ডাদলের সহযোগী হিসাবেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং চাষী সমাজের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতি সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। বিনোদপুরের উক্ত গোলযোগ উপলক্ষে বিধান সরকারের পুলিস জমিদারের গুণ্ডাদের কোন শাস্তি ত দেয়ই না, উল্টে ব্যাপক ধরপাকড় সুরু করে সংগ্রামী ভাগচাষী ও তাদের নেতা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কর্ম্মীদের উপর। উক্ত অঞ্চলের জনপ্রিয় ভাগচাষী নেতা ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কর্ম্মী কমরেড হিরণ হালদার, রেণুপদ হালদার, নরেন নস্কর, মহাদেব হালদার প্রভৃতি দশজনের বিরুদ্ধে লুটতরাজ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার মিথ্যা অভিযোগে মামলা চালিয়েছে ও কয়েক সপ্তাহ ধরে জামিন না দিয়ে জেলে বন্দী রেখেছে। এছাড়া জটা, নলগোড়া, কংকনদিঘী এবং জয়নগর ও মথুরাপুর থানার অন্তর্গত অন্যান্য বহু ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে এই জমিদার-গুণ্ডা পুলিশের মিলিত আক্রমণ সুরু হয়েছে—মারপিট, জমিথেকে বহিষ্কার মিথ্যা ডাকাতি লুটতরাজ প্রভৃতির অভিযোগে চাষী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা সব রকম হায়রানি তারা করছে। কিন্তু স্থানীয় ক্ষেত মজুর ফেডারেশন ও এস ইউ সির নেতৃত্বে চাষী বর্গাদারদের মনোবল রয়েছে অক্ষুণ্ণ আর সংগ্রামের প্রস্তুতি হচ্ছে আরো সবল। তাই মাসাধিককাল ধরে সরকারী ও জমিদারী সব রকম হামলার বিরুদ্ধে তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে বাংলার সকল অংশের মত খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের ঢেউ এই অঞ্চলেও এসে ঘা দিতে সুরু করেছে এবং তার জন্য খাদ্যের দাবীতে আন্দোলনও গড়ে উঠছে এবং উপরোক্ত আন্দোলনের সঙ্গে এসে তা যুক্ত হয়েছে। এইভাবে সরকারী পুলিশী ও জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে ২৪ পরগণা (দঃ) অঞ্চলে সরকার ও জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ব্যাপক অসন্তোষ ফেটে পড়ছে ও এক বিরাট জংগী কৃষক আন্দোলনের জোয়ার বইতে সুরু করেছে। অবস্থার গুরুত্ব দেখে জমিদারেরা সবাই হাত মিলিয়েছে এবং এক জোট হয়ে চাষী সমাজকে শায়েস্তা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তদনুযায়ী এখন তারা একের পর এক অঞ্চলে কৃষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের কল্পিত অভিযোগ সৃষ্টি করে মিথ্যা মামলা রুজু করে হয়রাণি করছে; তারই পরিপূরক হিসেবে পুলিশী যন্ত্রশে চালু হশেছে। এই জুলুমেই সর্ব্বাধুনিক নিদর্শন হচ্ছে ১০ই সেপ্টেম্বর নলগোড়ার জমিদারদের চক্রান্তে মিথ্যা লুটের অজুহাতে বীরেন ভাণ্ডারী, অতুল মণ্ডল, যতীশ সর্দার প্রভৃতি ছয়জনকে গ্রেপ্তার। পুলিশ ও গুণ্ডার সন্ত্রাস ও অশান্তি সৃষ্টী অব্যাহত গতিতে চলছে।

যুদ্ধবাজ ডালেসের কুশপুত্তলিকা দাহের মামলা

কমরেড নীহার মুখার্জি ও কালিকা মুখার্জি অভিযুক্ত

গত ২০শে হইতে ২২শে মে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেসের ভারত ভ্রমনকালে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সহ পনরটি রাজনৈতিক দল ও গণ সংগঠনের যুক্ত উদ্যোগে মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তের নায়ক যুদ্ধবাজ ডালেসের ভারত ভ্রমনের যুদ্ধ প্রস্তুতি মূলক উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে "ডালেস ফিরে যাও" আন্দোলনের সময় কলিকাতার বিভিন্ন পার্কে জনসভা-শোভাযাত্রা ও ডালেসের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

"যুদ্ধবাজ ডালেস ফিরে যাও" ধ্বনিতে সেদিন ভারতের প্রতিটি সহরের সাথে কলিকাতার জনসাধারণ বলিষ্ঠ কণ্ঠে মার্কিন যুদ্ধপ্রস্তুতি তথা ভারত সরকারের মার্কিন প্রীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিল্লীতে অবস্থানকারী মার্কিন প্রভুর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ডালেস-বিরোধী সভা-শোভাযাত্রার অস্বাভাবিক রকমের পুলিশ ও মিলিটারীর সমাবেশ ঘটাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পরিশেষে ডালেস ফিরে যাওয়ার পরে প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া রণদানব "ডালেস ফিরে যাও" আন্দোলনের আহ্বায়ক ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী ও এস, ইউ, সি'র বিশিষ্ট সদস্য কমরেড কালিকা মুখার্জীর বিরুদ্ধে ২২শে মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ডালেসের কুশপুত্তলিকা দাহের মামলা দায়ের করিয়াছে।

কলিকাতা ১৩ নং প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আসামীর কাঠগড়ায় কমরেড নীহার মুখার্জী বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে যুদ্ধবাজ ডালেসের ভারত আগমনের গূঢ় উদ্দেশ্য ও ভারত সরকারের সঙ্গে মার্কিন যুদ্ধঘাটি নির্মাণ, কাশ্মীরের ব্যাপারে ও ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিণী হস্তক্ষেপের জন্য শলাপরামর্শের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, ভারতের জনগণ মার্কিণ যুদ্ধ চক্রীদের যুদ্ধায়োজনে বলি হইতে চায় না—তাই যুদ্ধবাজ ডালেসের মার্কিণ যুদ্ধপ্রস্তুতির আশঙ্কায় "ডালেস ফিরে যাও" আন্দোলন ভারত সরকারকে সতর্ক করিয়া জনগণের শান্তির আকাঙ্খা ব্যক্ত করিয়াছে মাত্র। কমরেড মুখার্জী আরও ঘোষণা করেন যে, ডালেসের কুশপুত্তলিকা দাহের যে সাজান মোকদ্দমায় তাঁহাদের অভিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা; তবে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণ শান্তির আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যুদ্ধচক্রী ডালেসের কুশপুত্তলিকা দাহের মাধ্যমে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়াছে —তাহার সমস্ত নৈতিক দায়িত্ব উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন।

বিচারপতি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, বি, রায় কমরেড নীহার মুখর্জী ও কালিকা মুখার্জীকে ১৮৮৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৬৬ ধারা ১১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পঁচিশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড অনাদায়ে দশ দিন করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

হাইকোর্টে শুনানী আরম্ভ

দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করার প্রসঙ্গে আবেদনকারীরা বলেন যে, তাঁহারা ডালেসের ভারত ভ্রমণের সহিত ভারতকে যুদ্ধ চক্রান্তে জড়াইবার আশংকায় জনসাধারণের স্বাধীন মত প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং তাহার জন্য দণ্ডাদেশ ভারতীয় সংবিধানের মূল নীতিকে বিরোধী তা করিতেছে। ইহা ছাড়া তাঁহারা "পার্কে"র সংজ্ঞার সহিত "রাস্তা"র সংজ্ঞাকে মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করেন এবং সেই জন্য এই দণ্ডাদেশ তাঁহাদের উপর প্রযোজ্য হয়না, এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

কিন্তু এই কুখ্যাত জমিদার জোতদার চক্রের হুমকী, ষড়যন্ত্র ও আস্ফালন ঐক্যবদ্ধ কৃষকদের মনোবলকে টলাতে পারেনি, পারবেও না। কৃষক সমাজ এই জুলুমকে প্রতিরোধ করতে দৃঢ় সংকল্প। বাংলার কৃষক আন্দোলনে বহু গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের পীঠস্থান এই জয়নগর, মথুরাপুর বহু লড়াইয়ের ঐতিহ্যবহনকারী এই অঞ্চলের চাষী, ক্ষেত মজুর, বর্গাদার। ক্ষেতমজুর ফেডারেশন ও স্থানীয় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নির্ভুল বৈপ্লবিক নেতৃত্বে তারা আগেও অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছে এবং আরো নতুন লড়াইয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে। আজকের লড়াইয়েও তারা বাংলার কৃষক আন্দোলনে নতুন অধ্যায় রচনা করছে। তারা জানে, আরো বৃহত্তর, দেশব্যাপী সম্মিলিত সংগ্রামের আঘাতে তাদের দুশমন এই রক্তজীবী পরগাছা শ্রেণীকে খতম করার আগে তাদের বিশ্রাম নেই, চোখে ঘুম নেই— বর্তমান সংগ্রাম তারই মহড়া মাত্র। তাই তেভাগার দাবীতে ব্যাপক সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছে—ফসল কাটার সময়ে এক কণা ধানও যাতে জমিদারের গোলায় না যায়। খাদ্যের দাবীতে চলছে গ্রামে গ্রামে সভা ও মিছিল।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।